

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর কার্যালয়, পাবনা
(জুডিসিয়াল ম্যুপিখানা শাখা)
www.pabna.gov.bd



সেপ্টেম্বর ২০২৬ মাসে অনুষ্ঠিত পাবনা জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : আমিনুল ইসলাম, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পাবনা।
স্থান : জেলা প্রশাসক, পাবনা'র সম্মেলন কক্ষ।
তারিখ : ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৬।
সময় : দুপুর ১২:০০ ঘটিকা।
হাজিরা : পরিশিষ্ট-ক।

সভার শুরুতে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভা শুরু করা হয়। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের মাঠ প্রশাসন সংযোগ অধিশাখার ২৭ আগস্ট ২০২৬ তারিখের ০৪.০০.০০০০.০০০.৫১২.৯৯.০০০২.২৬.২৮৪ নং স্মারকের পত্রের আলোকে পাবনা জেলা আইন-শৃঙ্খলা, দুর্নীতি ও মাদক নিয়ন্ত্রণ, সুশাসন, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়ন কার্যক্রমসহ সার্বিক সরকারি কার্যাবলী তদারকি ও সমন্বয়ের লক্ষ্যে সেপ্টেম্বর ২০২৬ মাসে অনুষ্ঠিত জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় মির্জা ফারজানা শারমীন, এমপি, প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পাবনা বিগত মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শোনান। উক্ত কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধনী ও সংযোজন-বিয়োজন না থাকায় তা দৃষ্টিকরণ করা হয়। এরপর আগস্ট ২০২৬ মাসের অপরাধ চিত্র ও অন্যান্য কার্যক্রমের তথ্য সভায় উপস্থাপন করা হয়।

১। গত সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার :

ক্র: নং	গত সভার তারিখ	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়িত সিদ্ধান্ত	সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের হার
১.	০৯/০৮/২০২৬	৩২	১০০%	১০০%

২। বিগত ২ মাসের তুলনামূলক অপরাধচিত্রের বিবরণ : (জুলাই ২০২৬ -আগস্ট ২০২৬)

ছক-১ম অংশ

মাসের নাম	চুরি		ডাকাতি	দাঙ্গা	চাঁদাবাজি/ছিনতাই	রাহাজানি/দস্যুতা	আহত	প্রাণহানি/অপমৃত্যু
	চুরি	সিধেল চুরি						
জুলাই ২০২৬	১৫	-	১	-	৪	২	-	৩৫
আগস্ট ২০২৬	১৬	-	-	-	১	১	-	৪৯
	বৃদ্ধি	স্থিতি	হ্রাস	স্থিতি	হ্রাস	হ্রাস	স্থিতি	বৃদ্ধি

ছক-২য় অংশ

খুন			অপহরণ	ধর্ষণ	নারী ও শিশু নির্যাতন	এসিড আইনে সংঘটিত অপরাধ	অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার	সম্পত্তির ক্ষতি সাধন	কিশোর গ্যাং অপরাধ	অন্যান্য	মোট
চাক্ষর্যকর	চাক্ষর্যকর নয়	দাঙ্গাসহ খুন									
-	৩	-	-	৭	২৮	-	৬	-	-	১৯০	২৯১
-	৩	-	-	৯	২৭	-	১	-	-	১৭৫	২৮২
স্থিতি	স্থিতি	স্থিতি	স্থিতি	বৃদ্ধি	হ্রাস	স্থিতি	হ্রাস	স্থিতি	স্থিতি	হ্রাস	হ্রাস

৩। জেনারেল সার্টিফিকেট মামলার গ্রেফতারী পরওয়ানা সংক্রান্ত তথ্য: (আগস্ট ২০২৬)

ক্রম	উপজেলার নাম	ওয়ারেন্ট পেন্ডিং
১.	বেড়া	৯
২.	পাবনা সদর	৮২

(Handwritten signature/initials)

৩.	চাটমোহর	২১
৪.	ভাঙ্গুড়া	৩২
৫.	ফরিদপুর	৭৯
৬.	সাঁথিয়া	৫৪
৭.	ঈশ্বরদী	০১
৮.	আটঘরিয়া	২০
৯.	সুজানগর	১৭
১০.	জেনারেল সার্টিফিকেট শাখা, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, পাবনা	৫৪
মোট =		৩৬৯

৪।(ক) মাদক/চোরাচালান প্রতিরোধে পরিচালিত অভিযান সংক্রান্ত তথ্য : (আগস্ট ২০২৬)

সংস্থার নাম	অভিযানের সংখ্যা	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আটক ব্যক্তির সংখ্যা
বাংলাদেশ পুলিশ, পাবনা	৪৮	৪৮	৫৫
র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), পাবনা	৩	৩	৪
হাইওয়ে পুলিশ	-	-	-
নৌ-পুলিশ	-	-	-
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পাবনা	২২৩	১১৫	১১৩
টাস্কফোর্স, পাবনা	১৫	১৫	১৫
মোট	২৮৯	১৮১	১৮৭

(খ) মাদক/চোরাচালান প্রতিরোধে পরিচালিত অভিযান/ অভিযানের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত মালামালের বিবরণ: (আগস্ট ২০২৬)

জেলার নাম	বিভাগ / সংস্থার নাম	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	আটক ব্যক্তির সংখ্যা	আটককৃত পণ্যের বিবরণ	আনুমানিক মূল্য
পাবনা	বাংলাদেশ পুলিশ, পাবনা	৪৮	৪৮	৫৫	গাঁজা- ৪.৪৫০ কেজি, ইয়াবা- ১৭৫৯ পিস, হেরোইন- ৩০ গ্রাম, চোলাইমদ-২৫ লিটার, স্কাফ- ৯৮ বোতল।	১৪,৯২,৫০০
	র‍্যাপিড একশন ব্যাটালিয়ান (র‍্যাব), পাবনা	৩	৩	৪	গাঁজা-৩৪.৮০০ কেজি, ইয়াবা- ১৪৫ পিস।	১৪,৬৪,৫০০
	হাইওয়ে	-	-	-	-	-
	নৌ-পুলিশ	-	-	-	-	-
	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পাবনা	২২৩	১১৫	১১৩	গাঁজা- ১৪ কেজি ৬০ গ্রাম, স্কাফ- ০৮ বোতল, হেরোইন-৩৫ গ্রাম, ইয়াবা-১৪১০৭ পিস, ট্যাপেন্টাডল- ৩১৫ পিস, ওয়াশ-২০০ লিটার, নগদ অর্থ-৮৯৫০০/-, মোবাইল- ১ টি।	-
	টাস্কফোর্স, পাবনা	১৫	১৫	১৫	গাঁজা- ১ কেজি ১৫০ গ্রাম, হেরোইন-০৩ গ্রাম, ইয়াবা-৯৫ পিস, ট্যাপেন্টাডল-৩০ পিস।	-
	মোট	২৮৯	১৮১	১৮৭	-	২৯,৫৭,০০০

৫। মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন : (আগস্ট ২০২৬)

(ক) সংখ্যা ভিত্তিক তথ্য:

জেলা নাম	উপজেলার নাম	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	মোট দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা	জরিমানা আদায়ের পরিমাণ	অর্থদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	উভয় দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা
পাবনা	এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কার্যালয়, পাবনা	৭৫	২১০	২১০	২৬৮৮৫০	১৪৩	০	৬৭
	পাবনা সদর	৮	১২	১২	১৬২৩০০	৭	২	৩
	আটঘরিয়া	৮	২২	২২	১৫১০০	১৯	০	৩
	চাটমোহর	১৭	২৬	২৬	১০২৪০০	১১	১	১৪
	ভাঙ্গুড়া	১	১	১	১০০	০	০	১
	ফরিদপুর	৯	১১	১১	২৪৩৫২০	১১	০	০
	বেড়া	২৫	৬৮	৬৮	১৩৯৩০০	৩০	০	৩৮
	সাঁথিয়া	১৫	২৩	২৩	৩৬৬০০	৫	০	১৮
	সুজানগর	১০	১৬	১৬	২৮০০	৪	০	১২
	ঈশ্বরদী	২৪	৭৭	৭৭	১৭১৭০০	২২	০	৫৫
সর্বমোট=		১৯২	৪৬৬	৪৬৬	১১৪২৬৭০	২৫২	৩	২১১

(খ) মোবাইল কোর্ট পরিচালনা সংক্রান্ত (উপজেলাভিত্তিক) মাসিক প্রতিবেদন: (আগস্ট ২০২৬)

উপজেলার নাম	কোর্ট পরিচালনাকারী কর্মকর্তা	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	প্রমাপ অর্জন
পাবনা সদর	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	৩	না
	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	৫	হ্যাঁ
আটঘরিয়া	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	০	না
	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	৮	হ্যাঁ
চাটমোহর	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	১১	হ্যাঁ
	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	৬	হ্যাঁ
ভাঙ্গুড়া	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	১	না
	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	০	না
ফরিদপুর	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	৪	হ্যাঁ
	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	৫	হ্যাঁ
বেড়া	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	১	না
	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২৪	হ্যাঁ
সাঁথিয়া	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	১১	হ্যাঁ
	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	৪	হ্যাঁ
সুজানগর	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	৬	হ্যাঁ
	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	৪	হ্যাঁ
ঈশ্বরদী	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	২	না
	সহকারী কমিশনার (ভূমি)	২২	হ্যাঁ
সর্বমোট =		১১৭	

৮

(গ) আইনভিত্তিক তথ্য: (আগস্ট ২০২৬)

ক্রম	যে আইনে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে	মোবাইল কোর্টের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দণ্ডিত ব্যক্তির সংখ্যা	জরিমানা	অর্থদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	কারাদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা	উভয় দণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তির সংখ্যা
১.	বাংলাদেশ দণ্ডবিধি, ১৮৬০	১৮	৪৪	৪৪	১১১২০০	৪৩	১	০
২.	সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮	১৯	৮০	৮০	৬৯৪০০	৮০	০	০
৩.	ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন, ২০০৯	২৮	৪৬	৪৬	৩১৮৭০০	৪৬	০	০
৪.	বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০	৩	২	২	০০	০	২	০
৫.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮	৮৯	২১১	২১১	২৮০৫০	০	০	২১১
৬.	নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৮	১	১	১	১০০০০০	১	০	০
৭.	ওজন ও পরিমাপ মানদণ্ড আইন, ২০১৮	৫	১১	১১	৬৯০০০	১১	০	০
৮.	বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫	৪	৫	৫	১৫০০০	৫	০	০
৯.	শব্দদূষণ বিধিমালা (নিয়ন্ত্রণ), ২০২৫	৬	১৫	১৫	২২৬০০	১৫	০	০
১০.	বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ বিধিমালা, ২০২২	৪	৪	৪	৪৫০০	৪	০	০
১১.	পণ্যে পাটজাত মোড়কের বাধ্যতা মূলক ব্যবহার আইন, ২০১০	৪	৬	৬	৪২০০	৬	০	০
১২.	বাংলাদেশ হোটেল ও রেস্টোরাঁ আইন, ২০১৪	৮	১২	১২	৪৫০০০	১২	০	০
১৩.	সার ব্যবস্থাপনা আইন, ২০০৬	১	১	১	২০০০০	১	০	০
১৪.	কৃষি বিপণন আইন, ২০১৮	১	১	১	৩০০০	১	০	০
১৫.	মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষণ আইন, ১৯৫০	৮	৬	৬	৯৮০২০	৬	০	০
১৬.	মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন, ২০১০	৪	৭	৭	১৪০০০০	৭	০	০
১৭.	অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৫৬	১	১	১	১০০০	১	০	০
১৮.	বিসিটিআই আইন, ২০১৮	১	১	১	৩০০০০	১	০	০
১৯.	ঔষধ ও কসমেটিক্স আইন, ২০২৩	৫	১০	১০	৪৮০০০	১০	০	০
২০.	চিকিৎসা বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮	১	২	২	১৫০০০	২	০	০
মোট=		২১১	৪৬৬	৪৬৬	১১৪২৬৭০	২৫২	৩	২১১

৬। ভোক্তা অধিকার আইনে অভিযান/কার্যক্রম: (আগস্ট ২০২৬)

বাজার অভিযানের সংখ্যা	দণ্ডিত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	জরিমানা	অভিযোগ প্রাপ্তি (সংখ্যা)	অভিযোগ নিষ্পত্তির সংখ্যা	অভিযোগ নিষ্পত্তির মাধ্যমে জরিমানা	অনিষ্পন্ন অভিযোগ সংখ্যা	মোট জরিমানার পরিমাণ	অভিযোগ কারীকে প্রদত্ত টাকার পরিমাণ (২৫%)	সরকারি কোষাগারে জমাকৃত টাকা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮=(৩+৬)	৯	১০=(৮-৯)
৩৯	৭৪	৯,৪৭,০০০	৫১ টি	৩৩ টি	৩০০০/-	১৮ টি	৯,৫০,০০০	৭৫০	৯,৪৯,২৫০

৭। জেলার সকল উপজেলায় অনুষ্ঠিত আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার তথ্য : (আগস্ট ২০২৬)

উপজেলার নাম	উপজেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার সংখ্যা	ইউনিয়ন আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার সংখ্যা	ইউনিয়ন ওয়ার্ড আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভার সংখ্যা
১	২	৩	৪
পাবনা সদর	১	১০	৮৯
আটঘরিয়া	১	৫	৪৪
চাটমোহর	১	১১	৯৮
ভাঙ্গুড়া	১	৬	৫৬
ফরিদপুর	১	৬	৫৪
সাঁথিয়া	১	১০	৮৯
বেড়া	১	৯	৮১
সুজানগর	১	১০	৭৯
ঈশ্বরদী	১	৭	১০
মোট	৯	৭৪	৬০০

৮। ক) অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পাবনা'র আদালতে ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় চলমান মামলার বিবরণী: (আগস্ট ২০২৬)

					অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা					
পূর্ববর্তী মাসের জের	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলা সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১ বছরের উর্ধ্বে মামলা	২ বছরের উর্ধ্বে মামলা	৩ বছরের উর্ধ্বে মামলা	প্রমাপ (%)	অর্জন (%)	প্রমাপ অর্জন (হয়েছে/হয়নি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৭৪	৬৬	২৪০	৬৯	১৭১	০১	০০	০০	১৫%	২৮.৭৫%	হয়েছে

খ) পাবনা জেলায় ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় ২০২৪ সন পর্যন্ত বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলার বছর ভিত্তিক তথ্য: (আগস্ট ২০২৬)

বিভাগ	জেলা	মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	অনিষ্পন্ন মামলার বছরভিত্তিক তথ্য	
			বছর	মামলার সংখ্যা
রাজশাহী	পাবনা	০০	২০২২-এর পূর্বে	০
			২০২২	০
			২০২৩	০
			২০২৪	০

গ) অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পাবনা'র আদালতের আওতাধীন মোবাইল কোর্টের দায়েরকৃত আপিল মামলার বিবরণী: (আগস্ট ২০২৬)

বিভাগের নাম	জেলার নাম	পূর্ববর্তী মাসের জের	বিবেচ্য মাসে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলা সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	প্রমাপ (%)	অর্জন (%)	প্রমাপ অর্জন (হয়েছে/ হয়নি)
রাজশাহী	পাবনা	৪৪	৪৩	৮৭	১৫	৭২	১৫%	১৭.২৪১%	হয়েছে

৯। ক) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে দায়েরকৃত ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় চলমান মামলার বিবরণী (আগস্ট ২০২৬)

					অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা					
পূর্ববর্তী মাসের জের	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মোট মামলার সংখ্যা	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	অনিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা	১ বছরের উর্ধ্বে মামলা	২ বছরের উর্ধ্বে মামলা	৩ বছরের উর্ধ্বে মামলা	প্রমাপ (%)	অর্জন (%)	প্রমাপ অর্জন (হয়েছে/হয়নি)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১
১৪২	৮৯	২৩১	৫৪	১৭৭	০০	০০	০০	১৫%	২৩.৩৭%	হয়েছে

খ) ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় ২০২৪ সাল পর্যন্ত দায়েরকৃত এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার বছরভিত্তিক তথ্য: (আগস্ট ২০২৬)

বিভাগ	জেলা	মোট অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা	অনিষ্পন্ন মামলার বছরভিত্তিক তথ্য	
			বছর	মামলার সংখ্যা
রাজশাহী	পাবনা	০০	২০২২-এর পূর্বে	০
			২০২২	০
			২০২৩	০
			২০২৪	০

১০। জেলার সকল উপজেলাধীন ইউনিয়ন পরিষদের গ্রাম আদালতে চলমান মামলার তথ্য : (আগস্ট ২০২৬)

উপজেলার নাম	মোট গ্রাম আদালত	গত মাস থেকে আগত মামলা	বিবেচ্য মাসে দায়েরকৃত মামলা	মোট মামলা	বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলা	চলমান/অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা
পাবনা সদর	১০	২১	২৩	৪৪	৩৮	৬
আটঘরিয়া	৫	১	৯	১০	৮	২
চাটমোহর	১১	১২	৫৬	৬৮	৫৮	১০
ভাঙ্গুড়া	৬	১	৬	৭	৭	০
ফরিদপুর	৬	৯	১৫	২৪	১৪	১০
সাঁথিয়া	১০	১৮	৩৯	৫৭	৪৭	১০
বেড়া	৯	০	২৫	২৫	২৪	১
সুজানগর	১০	৮	৯	১৭	১০	৭
ঈশ্বরদী	৭	২	২২	২৪	২৪	০
মোট=	৭৪	৭২	২০৪	২৭৬	২৩০	৪৬

১১। অতঃপর উন্মুক্ত আলোচনার আহ্বান করা হয়। অনুষ্ঠিত আলোচনা ও গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বিবরণ নিম্নরূপ:

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১১.১	মাদকের বিরুদ্ধে কার্যক্রম	উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পাবনা জানান রাজশাহী বিভাগের অন্যান্য জেলার তুলনায় পাবনা জেলায় মাদকসংক্রান্ত মামলায় আটক হওয়ার সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি। পাবনা জেলার ভৌগোলিক অবস্থান ও বিভিন্ন সংযোগ সড়কের কারণে একাধিক পথে জেলার অভ্যন্তরে মাদকদ্রব্য প্রবেশের সুযোগ রয়েছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ মোতাবেক মাদকসেবীসহ, মাদক বিক্রয়কারী ও মূল সরবরাহকারীর বিরুদ্ধে কার্যকর অভিযান বৃদ্ধি করতে হবে এবং নিয়মিত	ক) পুলিশ সুপার, পাবনা। খ) যুগ্ম পরিচালক, এনএসআই, পাবনা।

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
		ফলে মাদকের সরবরাহ ও বিস্তার নিয়ন্ত্রণে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। মাদক নির্মূলে স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। জনাব খন্দকার মাসুদুর রহমান মাসুদ, সদস্য সচিব, জেলা বিএনপি, পাবনা জানান মাদকবিরোধী অভিযানে মাদকসেবীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। তবে মাদকদ্রব্যের মূল সরবরাহকারী ও ডিলারদের আইনের আওতায় আনা না গেলে মাদকের বিস্তার কার্যকরভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। সভাপতি, পাবনা প্রেসক্লাব পাবনা জেলায় মাদকের বিস্তার রোধ ও মাদকসৃষ্ট অপরাধ প্রতিকারের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। মাদকের কারণে বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হওয়ায় আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। প্রিন্সিপাল ইকবাল হোসাইন জানান পাবনা জেলার বিভিন্ন এলাকায় মাদকদ্রব্যের বিস্তার আশঙ্কাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। মাদকের বিস্তারের ফলে চুরি, ছিনতাই, মারামারি, কিশোর অপরাধসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এবং এর নেতিবাচক প্রভাব সামগ্রিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর পড়ছে। জনাব সোহানী হোসেন জানান পাবনা জেলার বিভিন্ন রিসোর্টে বহিরাগত ব্যক্তিরা প্রবেশ করে অতিথিদের নিকট মাদকদ্রব্য সরবরাহ এবং বিভিন্নভাবে অতিথিদের হয়রানি ও বিব্রত করা হচ্ছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড রিসোর্টে অবস্থানরত অতিথিদের নিরাপত্তা ও স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত করার পাশাপাশি জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। যুগ্ম পরিচালক, এনএসআই, পাবনা জানান মাদকবিরোধী অভিযানে মাদকসেবী ও খুচরা পর্যায়ের মাদক কারবারিরা গ্রেফতার হলেও মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত মূল হোতা বা গডফাদারদের অনেক ক্ষেত্রে আইনের আওতায় আনা সম্ভব হচ্ছে না। ফলে মাদকের মূল উৎস ও সরবরাহব্যবস্থা বন্ধ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং মাদকদ্রব্যের বিস্তার অব্যাহত রয়েছে।	মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। ২। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্স এর কার্যকর অভিযান বৃদ্ধি করতে হবে। ৩। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, জেলা পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে নিয়মিত ও যৌথ অভিযান পরিচালনা জোরদার করতে হবে। ৪। মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে একটি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। ৫। পাবনা জেলায় মাদকদ্রব্যের প্রবেশ ও বিস্তার রোধে সম্ভাব্য বুটসমূহে নজরদারি ও গোয়েন্দা তৎপরতা জোরদার, নিয়মিত মাদকবিরোধী অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ৬। নৌপথে মাদকদ্রব্যের অবৈধ পরিবহন ও বেচাকেনা প্রতিরোধে নৌ-পুলিশের টহল, নজরদারি ও অভিযান আরও জোরদার করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ৭। মাদকের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিয়মিত উঠান বৈঠক, সেমিনার, সভা ও প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।	গ) কোম্পানী কমান্ডার, র‍্যাব-১২, পাবনা। ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), পাবনা। ঙ) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), পাবনা। চ) উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পাবনা।

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
		সংসদ সদস্য, ৬৮ পাবনা-১ জানান সীথিয়া উপজেলায় মাদক সেবনকে কেন্দ্র করে তিনটি হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছে। মাদককে কেন্দ্র করে বিভিন্ন ধরনের অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে এবং এর বিরূপ প্রভাব জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর পড়ছে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্য পাবনা জেলায় সরকারি ব্যবস্থাপনায় একটি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে। সংসদ সদস্য, ৬৯ পাবনা-২ জানান পাবনা জেলার নদীবেষ্টিত ভৌগোলিক অবস্থান এবং পদ্মা ও যমুনা নদীপথ ব্যবহার করে মাদকদ্রব্য অবৈধভাবে পাচার হয়। নদীপথে মাদকদ্রব্যের প্রবেশ ও সরবরাহ প্রতিরোধে নৌ-পুলিশের কার্যক্রম আরও দৃশ্যমান ও কার্যকর করার আহ্বান জানান। নৌপথে নজরদারি ও টহল কার্যক্রম জোরদার না হলে মাদকদ্রব্যের অবৈধ পরিবহন নিয়ন্ত্রণে কাজক্ষিত ফলাফল অর্জন কঠিন হতে পারে মর্মে জানান। সংসদ সদস্য, ৭২ পাবনা-৫ মাদকের বিস্তার রোধে মাদক ব্যবসার মূল হোতা, সরবরাহকারী ও ডিলারদের শনাক্ত করে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। পদ্মা ও যমুনা নদীপথসহ মাদকদ্রব্য প্রবেশের সম্ভাব্য পথগুলোতে নৌ-পুলিশ ও সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজরদারি, টহল ও অভিযান আরও জোরদার করার আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জানান মাদক নির্মূলে জেলার প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বিনামূল্যে ডোপ টেস্টের ব্যবস্থা করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে পরিবার ও সমাজের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে উঠান বৈঠক, সেমিনার, সভা ও অন্যান্য জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমে পিতা-মাতার সক্রিয় উপস্থিতি নিশ্চিত করে মাদকের কুফল, মাদকাসক্তির সামাজিক ও পারিবারিক ক্ষতি এবং মাদক প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। সভাপতি জানান মাদকদ্রব্যের বিস্তার ও মাদকসৃষ্ট অপরাধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। মাদকের সরবরাহ ও বিস্তার রোধে মূল হোতা ও সরবরাহকারীদের আইনের আওতায় আনা, নদীপথসহ বিভিন্ন প্রবেশপথে নজরদারি ও অভিযান জোরদার এবং মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি পরিবার ও সমাজে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে।		

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১১.২	সার ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম	প্রিন্সিপাল ইকবাল হোসাইন জানান পাবনা জেলায় শীত মৌসুমে ব্যাপক পরিমাণে পৈয়াজ ও বিভিন্ন ধরনের শাক-সবজি উৎপাদিত হয়। এ অঞ্চলের বিপুল সংখ্যক কৃষক এসব ফসলের ওপর নির্ভরশীল। কৃষি উৎপাদন অব্যাহত রাখা ও কৃষকদের উৎপাদন ব্যয় সহনীয় পর্যায়ে রাখার জন্য সময়মতো ও ন্যায্যমূল্যে প্রয়োজনীয় সার সরবরাহ নিশ্চিত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কৃষকদের মাঝে যাতে সার নিয়ে কোনো সংকট সৃষ্টি না হয় এবং তারা ন্যায্য ও সরকার নির্ধারিত মূল্যে পর্যাপ্ত পরিমাণ সার ক্রয় করতে পারেন, সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে আহ্বান জানান। সভাপতি জানান পাবনা জেলার শীতকালীন পৈয়াজ ও শাক-সবজি উৎপাদন অব্যাহত রাখতে কৃষকদের মাঝে সময়মতো পর্যাপ্ত সার সরবরাহ এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।	১। পাবনা জেলার শীতকালীন পৈয়াজ ও সবজি চাষীদের চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত সার সরবরাহ এবং সরকার নির্ধারিত মূল্যে সার বিক্রয় নিশ্চিত করতে হবে। ২। সার মজুদ, কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি ও অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয়ের বিষয়ে নিয়মিত বাজার মনিটরিং এবং প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) উপপরিচালক, কৃষিসম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা। খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), পাবনা। গ) সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, পাবনা।
১১.৩	যানজট নিরসনে কার্যক্রম	প্রিন্সিপাল ইকবাল হোসাইন জানান পাবনা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও এলাকায় ক্রমবর্ধমান যানজট নিয়ে আলোচনা করা হয়। যানজটের কারণে সাধারণ জনগণের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে এবং কর্মঘণ্টা নষ্টসহ জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ পরিস্থিতি নিরসনে সমন্বিত ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান। পুলিশ সুপার, পাবনা জানান পাবনা শহরের বিভিন্ন সড়ক তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ হওয়ায় যানবাহনের চাপ বৃদ্ধি পেলে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। তবে যানজট নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক পুলিশ নিয়মিত ও কার্যকর ভূমিকা পালন করছে এবং এ বিষয়ে ট্রাফিক পুলিশ সদস্যরা যথেষ্ট সচেতন রয়েছেন। ফুটপাথে মোটরসাইকেল বা অন্যান্য যানবাহন পার্কিং করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সভাপতি যানজট নিরসনে ফুটপাথ দখলমুক্ত রাখা, যানবাহন ব্যবস্থাপনা সুশৃঙ্খল করা, নির্ধারিত স্থানে পার্কিং ও যাত্রী ওঠানামার ব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। ট্রাফিক পুলিশের কার্যক্রমকে আরো দৃশ্যমান করতে ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানান।	১। বিদ্যমান ট্রাফিক পুলিশ জনবল দিয়ে যানজটপ্রবণ এলাকাসমূহে পরিকল্পিত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা জোরদার করতে হবে। ২। পাবনা শহরের যানজট নিরসনে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা জোরদার, গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও মোড়ে যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ, অবৈধ পার্কিং ও যত্রতত্র যানবাহন দাঁড় করানো বন্ধ এবং সড়কের শৃঙ্খলা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে।	ক) পুলিশ সুপার, পাবনা। খ) প্রশাসক, পাবনা পৌরসভা। গ) সহকারী পরিচালক, বিআরটিএ, পাবনা। ঘ) ট্রাফিক ইন্সপেক্টর, পাবনা।
১১.৪	পাবনা জেলার সড়ক উন্নয়ন কার্যক্রম	জনাব সোহানী হোসেন জানান পাবনা ক্যাডেট কলেজ ও রত্নদীপ রিসোর্টের মধ্যবর্তী সড়কে যানবাহনের বেপরোয়া গতির কারণে দুর্ঘটনার ঝুঁকি রয়েছে। উক্ত এলাকায় পথচারী ও বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের চলাচল থাকায় দুর্ঘটনা প্রতিরোধে স্পিড ব্রেকার স্থাপনের আহ্বান জানান।	১। পাবনা শহরের ক্ষতিগ্রস্ত ও চলাচলের অনুপযোগী সড়কসমূহ চিহ্নিত করে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় মেরামত ও সংস্কার কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ক) প্রশাসক, পাবনা পৌরসভা। খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ বিভাগ, পাবনা।

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
		জনাব খন্দকার মাসুদুর রহমান মাসুদ, সদস্য সচিব, জেলা বিএনপি, পাবনা জানান পাবনা শহরের বিভিন্ন সড়ক চলাচলের অযোগ্য হয়ে গেছে। বিভিন্ন সড়কে খানাখন্দ ও ক্ষতিগ্রস্ত অংশ থাকায় যানবাহন ও পথচারীদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাশাপাশি সড়ক দুর্ঘটনার কুঁকিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংসদ সদস্য, ৭২ পাবনা-৫ জানান পাবনা জেলায় বিভিন্ন প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাবনা জেলায় 'ওয়াই' প্যাটার্ন সেতু নির্মাণ প্রকল্পের অনুমোদন প্রক্রিয়াও চলমান রয়েছে। একই সঙ্গে পাবনা-ঢাকা সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপনের প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। সভাপতি পাবনা শহরের মেরামতযোগ্য সড়কসমূহ দ্রুত সংস্কার এবং যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে পাবনা ক্যাডেট কলেজ ও রত্নদ্বীপ রিসোর্টের মধ্যবর্তী সড়কে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, বিশেষ করে উপযুক্ত স্থানে স্পিড ব্রেকার স্থাপনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।	২। পাবনা ক্যাডেট কলেজ ও রত্নদ্বীপ রিসোর্টের মধ্যবর্তী উপযুক্ত স্থানে স্পিড ব্রেকার স্থাপন করতে হবে।	গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা।
১১.৫	অবৈধভাবে বালু উত্তোলনের বিরুদ্ধে কার্যক্রম	জনাব খন্দকার মাসুদুর রহমান মাসুদ, সদস্য সচিব, জেলা বিএনপি, পাবনা জানান পাবনা জেলায় অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে হত্যাকাণ্ডসহ বিভিন্ন অপরাধ সংঘটিত হচ্ছে। অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে সংঘাত, দখল-বাণিজ্য এবং অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। পুলিশ সুপার, পাবনা জানান অবৈধভাবে বালু উত্তোলন প্রতিরোধে পুলিশ সচেতন রয়েছে এবং অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকারীদের বিরুদ্ধে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জানান পাবনা সদর, ঈশ্বরদী ও লালপুর অঞ্চলে নদীর গভীর অংশে গিয়ে অবৈধভাবে বালু উত্তোলন করে নিয়ে আসার অভিযোগ রয়েছে। এ ধরনের অবৈধ বালু উত্তোলন বন্ধে সংশ্লিষ্ট জেলার মধ্যে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। সভাপতি জানান অবৈধভাবে বালু উত্তোলনকে কেন্দ্র করে সংঘাত প্রতিরোধে চলমান অভিযান জোরদার করতে হবে। একই সঙ্গে পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে নদীপথে অবৈধ বালু উত্তোলন ও পরিবহন বন্ধে যৌথ অভিযান ও কার্যকর নজরদারি অব্যাহত রাখার আহ্বান জানান।	১। অবৈধভাবে বালু উত্তোলন সম্পূর্ণরূপে বন্ধে নিয়মিত ও কার্যকর যৌথ অভিযান পরিচালনা করতে হবে। ২। পাবনা, নাটোর ও সিরাজগঞ্জ জেলার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমন্বয় করে নদীপথে অবৈধ বালু উত্তোলন ও পরিবহনের বিরুদ্ধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করতে হবে।	ক) পুলিশ সুপার, পাবনা। খ) যুগ্ম পরিচালক, এনএসআই, পাবনা। গ) কোম্পানী কমান্ডার, র‍্যাব-১২, পাবনা। ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), পাবনা। ঙ) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল), পাবনা।

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
১১.৬	চরমপন্থীদের বিষয়ে পদক্ষেপ	যুগ্ম পরিচালক, এনএসআই, পাবনা জানান পাবনা শহরের শহীদ আমিন উদ্দিন স্টেডিয়ামে চরমপন্থি সদস্যরা এনএসআই এর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণকারী এসব ব্যক্তির বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলাসমূহ প্রত্যাহার না হওয়ায় তাদের মধ্যে ক্ষোভ ও অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে আত্মসমর্পণ-পরবর্তী স্বাভাবিক পুনর্বাসন ও সামাজিকভাবে পুনঃএকীভূত হওয়ার প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। আত্মসমর্পণকারী ব্যক্তিদের মামলাসমূহের বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে প্রচলিত আইন ও সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় জানান চরমপন্থীদের কার্যক্রম নিয়ে জনসাধারণের মনে উদ্বেগের সৃষ্টি হচ্ছে। তারা পুনরায় সক্রিয় হয়ে বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। একই সঙ্গে আত্মসমর্পণকারী ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে আগ্রহী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন ও মামলা প্রত্যাহারের বিষয়টি বিবেচনা আনতে হবে। সভাপতি চরমপন্থীদের পুনরায় সক্রিয় হওয়ার আশঙ্কায় উদ্বেগ প্রকাশ করে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে প্রয়োজনীয় নজরদারি ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে আত্মসমর্পণকারী ও স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে আগ্রহী ব্যক্তিদের মামলার বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করে প্রচলিত আইন ও সরকারি নীতিমালা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তাদের পুনর্বাসন ও সামাজিক পুনঃএকীভূতকরণে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।	১। আত্মসমর্পণকারী চরমপন্থি সদস্যদের যেসব মামলার ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে, সেসব বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। ২। আত্মসমর্পণকারী চরমপন্থীদের মামলা প্রত্যাহার ও তাদের স্বাভাবিক জীবনে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।	ক) পুলিশ সুপার, পাবনা। খ) যুগ্ম পরিচালক, এনএসআই, পাবনা।
১১.৭	বিদ্যুৎ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম	সংসদ সদস্য, ৭২ পাবনা-৫ জানান পাবনা জেলায় বিদ্যুৎ ঘাটতি ও ঘন ঘন লোডশেডিংয়ের কারণে জনদুর্ভোগ নিরসনে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সুষম বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানি সংকট নিরসন, সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং লোডশেডিং কমাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। নির্বাহী প্রকৌশলী, নেসকো-২ পাবনা এর প্রতিনিধি জানান বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় জ্বালানির সংকটের কারণে বর্তমানে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ কিছুটা ব্যাহত হচ্ছে। এর ফলে বিভিন্ন এলাকায় লোডশেডিংয়ের সৃষ্টি হচ্ছে এবং সাধারণ জনগণকে দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।	১। ঈশ্বরদী উপজেলার চরাঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাইপূর্বক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। ২। পাবনা জেলার বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও সহনীয় পর্যায়ে রাখার লক্ষ্যে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের প্রাপ্যতা নিশ্চিতকরণ, সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সুষম বিতরণে সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ বিভাগকে প্রয়োজনীয়	ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, নেসকো-১, পাবনা। খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, নেসকো-২, পাবনা। গ) জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-১, পাবনা। ঘ) জেনারেল ম্যানেজার, পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি-২, পাবনা।

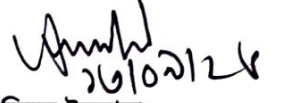
ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
		বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করছে এবং জ্বালানি সংকট নিরসনসহ সার্বিক পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক করার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি করা সম্ভব হবে মর্মে জানান। প্রিন্সিপাল ইকবাল হোসাইন জানান বর্তমানে জেলার বিভিন্ন এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহে ঘন ঘন বিদ্যুৎ ঘটায় জনসাধারণকে ব্যাপক দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। জেলার চাহিদার তুলনায় প্রাপ্ত বিদ্যুতের ঘাটতি এবং সরবরাহ ও বিতরণ ব্যবস্থাপনায় অসামঞ্জস্যের কারণে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। জেলার চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুতের যথাযথ উৎপাদন/প্রাপ্তি, সরবরাহ ও সুষম বিতরণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। প্রতিমন্ত্রী, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিদ্যুতের ঘাটতি পূরণে পাবনা জেলার ঈশ্বরদী উপজেলার চরাঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন। এ ধরনের প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে চরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণের পাশাপাশি স্থানীয় জনগণের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের যোগাযোগ ও সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নয়নেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। সভাপতি বিদ্যুৎ ঘাটতি ও লোডশেডিংয়ের কারণে জনদুর্ভোগ নিরসনে চাহিদা অনুযায়ী বিদ্যুৎ সরবরাহ ও সুষম বিতরণ নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে ঈশ্বরদী উপজেলার চরাঞ্চলে সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করে বিদ্যুৎ সুবিধা সম্প্রসারণ ও চরাঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।	কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ৩। জ্বালানি সংকটের কারণে সৃষ্ট বিদ্যুৎ ঘাটতি ও লোডশেডিং পরিস্থিতি দ্রুত নিরসনে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	
১১.৮	রেজিস্ট্রি অফিস ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম	জনাব খন্দকার মাসুদুর রহমান মাসুদ, সদস্য সচিব, জেলা বিএনপি, পাবনা জানান পাবনা রেজিস্ট্রি অফিসে সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনিয়ম ও সরকারি নির্ধারিত ফি/চার্জের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগ পাওয়া যায়। এ ধরনের কর্মকাণ্ড জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করার পাশাপাশি সরকারি সেবার স্বচ্ছতা ও সুনাম ক্ষুণ্ণ করে মর্মে অভিমত ব্যক্ত করেন। পুলিশ সুপার, পাবনা জানান পাবনা রেজিস্ট্রি অফিসে অনিয়ম ও অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগের বিষয়ে তদন্ত ও কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	১। রেজিস্ট্রি অফিসে সরকারি নির্ধারিত ফি ও অন্যান্য বৈধ চার্জের অতিরিক্ত অর্থ আদায় বন্ধ, সেবাগ্রহীতাদের হয়রানি রোধ এবং স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সেবা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) পুলিশ সুপার, পাবনা।

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
		সভাপতি পাবনা রেজিস্ট্রি অফিসে অনিয়ম ও সরকারি নির্ধারিত ফি/চার্জের অতিরিক্ত অর্থ আদায়ের অভিযোগের বিষয়ে নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা পাওয়া গেলে প্রচলিত আইন ও বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সেবার স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।		
১১.৯	প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম	যুগ্ম পরিচালক, এনএসআইন, পাবনা জানান পাবনা জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও গুণগত মান নিয়ে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। সরকারি অর্থের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করে প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময় ও মান অনুযায়ী বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধি ও অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তদারকি/পর্যবেক্ষণ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। সংসদ সদস্য, ৭২ পাবনা-৫ জানান পাবনা জেলার চলমান ও প্রস্তাবিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলমান রয়েছে। নাজিরগঞ্জ-রাজবাড়ী পদ্মা ব্যারেজ প্রকল্প বাস্তবায়নের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। পাবনা জেলায় পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থাকায় জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও উন্নত ও গতিশীল করার লক্ষ্যে একটি বিমানবন্দর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে মর্মে জানান। সভাপতি পাবনা জেলার উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময় ও মান অনুযায়ী বাস্তবায়ন এবং সরকারি অর্থের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করার আহ্বান জানান। এ লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রতিনিধি ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে তদারকি/পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা জোরদারের আহ্বান জানান। একই সঙ্গে জেলার চলমান ও প্রস্তাবিত গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ দ্রুত বাস্তবায়ন এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।	১। প্রকল্প বাস্তবায়নে কোনো অনিয়ম বা দুর্নীতি পরিলক্ষিত হলে তা যাচাইপূর্বক প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ক) নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, পাবনা। খ) নির্বাহী প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, পাবনা। গ) নির্বাহী প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, পাবনা।
১১.১০	বিবিধ আইন-শৃঙ্খলা বিষয়ক	জনাব খন্দকার মাসুদুর রহমান মাসুদ, সদস্য সচিব, জেলা বিএনপি, পাবনা জানান রাষ্ট্র ও জননিরাপত্তা বিঘ্নিত এবং আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি করার লক্ষ্যে দুষ্কৃতিকারীরা বিভিন্ন সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড ঘটচ্ছে। এ ধরনের কর্মকাণ্ড জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি এবং স্বাভাবিক জনজীবন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।	১। জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং সন্ত্রাসী ও নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সচেষ্ট থাকতে হবে।	ক) পুলিশ সুপার, পাবনা। খ) যুগ্ম পরিচালক, এনএসআই, পাবনা। গ) কোম্পানী কমান্ডার, র‍্যাব-১২, পাবনা।

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
		যুগ্ম পরিচালক, এনএসআই, পাবনা নিষিদ্ধ ঘোষিত গোষ্ঠীর মিছিল, সভা-সমাবেশ ও অন্যান্য কার্যক্রম আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপর বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে মর্মে জানান। নিষিদ্ধ ঘোষিত কোনো গোষ্ঠী বা সংগঠন যাতে আইন বহির্ভূতভাবে সভা-সমাবেশ, মিছিল বা সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে, সে বিষয়ে সতর্কতা ও কার্যকর নজরদারি বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি আরো বলেন, জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর মধ্যে আরও কার্যকর সমন্বয়ের প্রয়োজন। সিভিল সার্জন, পাবনা জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধ, পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা, নিরাপদ খাদ্য ও বিশুদ্ধ পানি গ্রহণ এবং নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করার জন্য উপজেলা পর্যায়সহ বিভিন্ন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদারের আহ্বান জানান। পুলিশ সুপার, পাবনা জানান নিষিদ্ধ দল ও দুষ্কৃতিকারীদের শনাক্ত ও আটকের লক্ষ্যে অভিযান অব্যাহত রয়েছে। এনএসআই, ডিজিএফআই, র‍্যাব ও নৌ-পুলিশসহ সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ পারস্পরিক সমন্বয়ের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য আদান-প্রদান ও অভিযান পরিচালনা করছে। এ ধরনের সমন্বিত কার্যক্রমের ফলে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে মর্মে জানান। সংসদ সদস্য, ৬৯ পাবনা-২ জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পর্কে মাঠপর্যায়ের সার্বিক তথ্য সরাসরি পর্যালোচনা এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে জেলার সকল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)-কে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় সম্পৃক্ত করা যেতে পারে মর্মে জানান। এতে সংশ্লিষ্ট থানার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি, অপরাধের ধরন, মাদক, যানজটসহ স্থানীয় সমস্যাসমূহ সম্পর্কে সরাসরি তথ্য পাওয়া এবং দূত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ সহজতর হবে। সংসদ সদস্য, ৭২ পাবনা-৫ জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক ও জনবান্ধব রাখতে মাদক, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, অবৈধ বালু উত্তোলন, যানজট ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তরের সমন্বিত কার্যক্রম জোরদারের আহ্বান জানান।	২। জেলার সার্বিক আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি আরও কার্যকরভাবে পর্যালোচনা এবং মাঠপর্যায়ে সমন্বয় জোরদারের লক্ষ্যে জেলার সকল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি)-কে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভায় প্রয়োজন অনুযায়ী সম্পৃক্ত করতে হবে। ৩। নিষিদ্ধ দল ও দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে চলমান অভিযান অব্যাহত রাখা, সংশ্লিষ্ট গোয়েন্দা ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থাসমূহের মধ্যে তথ্য আদান-প্রদান ও সমন্বয় আরও জোরদার করতে হবে। ৪। পাবনা জেলার রিসোর্টসমূহে মাদকদ্রব্যের প্রবেশ ও সরবরাহ এবং অতিথিদের হয়রানি বন্ধে রিসোর্ট কর্তৃপক্ষ ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সমন্বয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	ঘ) উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পাবনা।

ক্রম	আলোচ্য বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)
		সভাপতি পাবনা জেলায় বিভিন্ন অপরাধমূলক ঘটনা, সন্ত্রাসী কার্যক্রমের বিরুদ্ধে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থাকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান। জেলার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে সকলকে সচেতন থাকার আহ্বান জানান।		

সভায় আর কোনো আলোচনা না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



(আমিনুল ইসলাম)

জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

ও সভাপতি

জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি

পাবনা

ফোন: ০২৫৮৮৮৪৫৪৯৯৯

mail: dcpabna@mopa.gov.bd

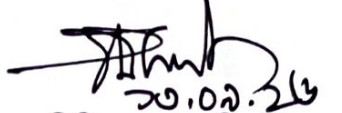
স্মারক নং- ০৫.৪৩.৭৬০০.০৩৬.০৬.০০১.২৫- ৯২৬

তারিখ : ২৯ ভাদ্র ১৪৩৩
১৩ সেপ্টেম্বর ২০২৬

সদয় অবগতির / অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)।

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী।
৪. পুলিশ সুপার, পাবনা।
৫. পুলিশ সুপার (ডিএসবি), পাবনা।
৬. প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় (প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৭. তত্ত্বাবধায়ক, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল, পাবনা।
৮. সিভিল সার্জন, পাবনা।
৯. উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, পাবনা।
১০. অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক)/(রাজস্ব)/(শিক্ষা ও আইসিটি)/(উন্নয়ন ও মানব সম্পদ ব্যবস্থাপনা), পাবনা।
১১. উপ-পরিচালক, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর, পাবনা।
১২. যুগ্ম পরিচালক, জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা (এনএসআই), পাবনা।
১৩. জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা, পাবনা।
১৪. জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, পাবনা।
১৫. প্রশাসক, উপজেলা পরিষদ (সকল), পাবনা।
১৬. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল), পাবনা।
১৭. কোম্পানী কমান্ডার, র‍্যাব-১২, পাবনা।
১৮. অতিরিক্ত/সহকারী পুলিশ সুপার (সার্কেল), (সকল), পাবনা।
১৯. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, পাবনা।
২০. প্রশাসক, পৌরসভা (সকল), পাবনা।
২১. সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট (সকল),..... পাবনা।
২২. পাবলিক প্রসিকিউটর, পাবনা।

২৩. অধ্যক্ষ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ/ পাবনা সরকারি মহিলা কলেজ/ শহীদ বুলবুল সরকারি কলেজ/ পাবনা সরকারি কলেজ, পাবনা/ অধ্যক্ষ, সরকারি ভাঙ্গুরা ইউনিয়ন উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, ভাঙ্গুরা, পাবনা।
২৪. জেলা শিক্ষা অফিসার, পাবনা।
২৫. নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ/নেসকো-১/২/পাউবো, পাবনা।
২৬. উপপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, পাবনা।
২৭. উপপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর/বিএসটিআই আঞ্চলিক কার্যালয়, পাবনা।
২৮. উপপরিচালক, সমাজসেবা অধিদপ্তর, পাবনা।
২৯. তত্ত্বাবধায়ক, জেলা কারাগার, পাবনা।
৩০. সহকারী পরিচালক, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, পাবনা।
৩১. সহকারী পরিচালক, বিআরটিএ, পাবনা।
৩২. অফিসার-ইনচার্জ (সকল থানা), ...পাবনা।
৩৩. ওয়ারেন্ট অফিসার, ডিজিএফআই, পাবনা।
৩৪. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক/উপযুক্ত প্রতিনিধি, জেলা বার এসোসিয়েশন, পাবনা।
৩৫. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক/উপযুক্ত প্রতিনিধি, চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি, পাবনা।
৩৬. সভাপতি/সাধারণ সম্পাদক/উপযুক্ত প্রতিনিধি, জেলা প্রেসক্লাব, পাবনা।
৩৭. জনাব, সদস্য, জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটি, পাবনা।
৩৮. জনাব.....
৩৯. অফিস কপি।


 ২০.০২.২৬
 অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট
 পাবনা